Vol. 44 | No. 1 | 2000

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আল-আককাদ সাহিত্যে নারী ও প্রেম

Volume	44
Issue	1
Year	2000
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী
Published online	October 1, 2000
DOI	10.62328/sp.v44i1.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v44i1.4
Pages	৪৭-৫৩
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আল-আককাদ সাহিত্যে নারী ও প্রেম

এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী*

আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ[১] (খ্রি: ১৮৮৯-১৯৬৪) বিংশ শতাব্দীর আরবি সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক সৃজনশীল ও মননশীল প্রতিভা। তিনি একাধারে কবি[২] ঔপন্যাসিক,[৩] দার্শনিক, সমালোচক, সাংবাদিক[৪] এবং বিশেষত 'সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন' (আল তাওক্বীর)[৫] প্রক্রিয়ায় উপস্থাপিত আরবি জীবনী সাহিত্য রচনার অগ্রদূত হিসেবে পরিগণিত। আল-আক্কাদ পড়াশুনা করেছিলেন মাত্র প্রাইমারি স্তর পর্যন্ত। এদিক দিয়ে আমাদের জাতীয় কবি নজরুলের সাথে তাঁর কিছুটা মিল রয়েছে। অবশ্য সাহিত্যের বিষয়বৈচিত্র্যের দিক থেকেও উভয়ের মাঝে কাকতালীয়ভাবে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার চেয়ে আল-আক্কাদ বেশি শিখেছেন প্রকৃতি ও জীবন থেকে। স্বল্পশিক্ষিত (স্বশিক্ষিত বটে) আল-আক্কাদ মিশরের বিভিন্ন প্রদেশে সরকারি চাকুরি (খ্রি: ১৯০৪-১৪) করা ছাড়াও সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ সাংসদ, আরবি ভাষা একাডেমির সদস্য এবং বিভিন্ন বিষয়ে শতাধিক মৌলিক গ্রন্থের লেখকরূপে কর্মবহুল দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করেন। আধুনিক আরবি সাহিত্য-জগতে এ সব্যসাচী লেখককে 'আল-আব্কারী' (প্রতিভাবান), 'ইমলাক আল-আদব আল আরবি' (আরবি সাহিত্যের দৈত্য/অসুর), 'আল্ কাতিব আল-জব্বার' (মহাশক্তিধর লেখক) ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করা হয়। আল-আক্কাদ-এর সমসাময়িক সাহিত্যিক ইবরাহীম আবদ-আল কাদির আল মাযিনী (খ্রি. ১৮৮৯-১৯৪৯) স্বীয় বন্ধু আল-আককাদকে 'আল বাহরু বিলাইন্তিহা' (অসীম সাগর) খেতাবে বিভূষিত করে মূলত তাঁর বহুমুখী প্রতিভাকে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। আল-আককাদ-এর জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে মিশরের উপকণ্ঠে নিজ বাড়িতে। স্ত্রী নেই, সন্তান নেই, এ এক নিঃসঙ্গ জীবন। গ্রন্থই তাঁর 'আনীস' (অন্তরঙ্গ), কলম তাঁর 'রফিক' (বন্ধু)।[৬]

দুই

আব্বাস মাহমুদ আল-আককাদের সাহিত্যে নারী যেমন এসেছে চরিত্র ও উপাদান হিসেবে, ঠিক তেমনি তাঁর জীবনেও রমণী এসেছে প্রেমাস্পদ হিসেবে। প্রেমের রমণীকে আল-আককাদ সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন অকৃপণভাবে। তিনি তাঁর একমাত্র উপন্যাসের নামকরণ করেছেন অন্যতম প্রেমিকার নামানুসারে 'সারাহ' (SARAH)। আরেক প্রেমিকা বিশিষ্ট সাহিত্যিক মাই (খ্রি. ১৮৮৬-১৯৪১)কে

---

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

লক্ষ্য করে রচনা করেছেন অসংখ্য কবিতা। তাঁর কাছে লেখা অসংখ্য প্রেমপত্র আধুনিক আরবি সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। এছাড়াও প্রেমিকাকে তিনি অন্ধকারের আলো,বাগানের গন্ধ ছড়ানো ফুল, এমনকি তাকেই পৃথিবী হিসেবে কল্পনা করেছেন স্বীয় কবিতায়—

আমি দুনিয়া হ'তে কি চাই? আমার জীবনের শপথ!
তুমিই আমার দুনিয়া, এর চাইতে বেশি আর কি আছে?
তোমার মাঝে একাধারে আমার আলো ও আগুন
এবং ফুলের জ্যোতিষ্ক ও দূরবর্তী দিগন্ত।
তোমায় রয়েছে সুবাসিত ভ্রাম্যমান বাগান
এবং মুক্ত-স্বাধীন মণি-মাণিক্য ও বিন্যস্ত মোতি।[৭]

আল-আককাদ অকৃতদার থাকলেও তিনজন[৮] রমণীর প্রেমের ডোরে নিজেকে আবদ্ধ করেছিলেন। অবশ্য তিনটি প্রেমই শেষাবধি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

তাঁর জীবনের প্রথম রমণীর পরিচয় অজ্ঞাত। সে রমণী আসওয়ান, কায়রো, যকাযীক কিংবা ফয়্যূম-এর বাসিন্দা ছিল বলে ধারণা করা হয়। আল-আককাদের কবিতায় এ রমণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য রমণীর সংখ্যা এক ছিল নাকি একাধিক, এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোন বক্তব্য মেলেনা। অজ্ঞাত পরিচয় এ রমণীর প্রেমের স্মরণে আল-আককাদ 'লিসান আল-জমাল' (সৌন্দর্যের মুখ), 'মুনাজাত' (প্রার্থনা), 'মতা' (কখন), 'আল-হুব আল-আওয়াল' (প্রথম প্রেম) ইত্যাদি কসিদহ (দীর্ঘ কবিতা) রচনা করেন।[৯] এ প্রেম ও প্রেমিকা সম্পর্কে আল-আককাদের শিষ্য ও বন্ধু তাহির আল্-জবলাভি বলেন:

> প্রথম প্রেমের ক্ষেত্রে আল-আক্কাদ এমন উপকূলে দণ্ডায়মান—যা তাকে সমুদ্র পানে নিয়ে গিয়ে আর ফেরত দেয়নি। বরং এর অতল গহ্বরে নিয়ে গেছে।[১০]

আল-আককাদের জীবনে,দ্বিতীয় প্রেমিকা হিসেবে পঁচিশ বছর বয়সী এক লেবাননী রমণীর আগমন ঘটেছিল বলতে গেলে আকস্মিকভাবেই। তিনি গিয়েছিলেন পিরামিড অঞ্চলে পিকনিকে। সেখান থেকে 'বিনসিউন' (নিউ কায়রো) অঞ্চলে জনৈক বন্ধুকে খুঁজতে গিয়ে পরিচয় হয় সারাহর সাথে। রাগ, অনুরাগ, প্রেম গড়িয়ে প্রণয়ে রূপান্তরিত হয়নি তাদের এ পরিচয়। কারণ, ইতোমধ্যে বিশিষ্ট মহিলা সাহিত্যিক আল-আনিসহ মাই আল-যিয়াদহ[১১] নাম্নি আরেক সুন্দরী রমণীর প্রেমে পড়েন আল-আককাদ।[১২] মাই-এর প্রেমে আল-আককাদ আকণ্ঠ নিমজ্জিত হলেও মাই কিন্তু "স্বীয় আঙুলের ডগা অথবা পুরো হাতই কেবল আল-আককাদকে দিয়েছিল চুমো দেবার জন্য।"[১৩]

এ দিকে দুই রমণীর সঙ্গে সমান্তরালভাবে প্রেম চালাতে গিয়ে আল-আককাদের অবস্থা হয় অনেকটা দু-নৌকায় পা রাখার ন্যায় না ঘরকা না ঘাটকা। সন্দেহ-অবিশ্বাসের দোলাচলে উভয় প্রেমই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু এঁদের স্মরণে আল-আক্কাদ অনেক কবিতা রচনা করেন।[১৪] প্রেমিকা মাইকে লিখিত আল-আককাদের উদ্ধারকৃত প্রেমপত্রগুলো আধুনিক আরবি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত।

আরেক যুবতীর প্রেমে মজেছিলেন আল-আক্কাদ। প্রেম তো নয়, সমালোচকদের ভাষায় অর্ধপ্রেম। অন্যভাবে বলা যায় 'বুড়োকালে ভিমরতি'। আল-আক্কাদের বয়স তখন পঞ্চাশ। বিশ বছরের যুবতীর সাথে পঞ্চাশোর্ধ এ বুড়োর একতরফা প্রেমকে অর্ধপ্রেম বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[১৫]

তাঁর সব প্রেমই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় অভিমানী আল-আক্কাদ পটুয়া এক বন্ধুকে এমন একটি ছবি এঁকে দেবার জন্য অনুরোধ করেন, যা দেখে তিনি প্রেমকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। ছবিটি এমন : একটি মিষ্টি পেস্ট্রি, যার ওপর তেলাপোকা হাঁটছে ও মক্ষিকা ভনভন করছে; এর পাশেই রয়েছে মধুভর্তি একটি পেয়ালা, যার চারপাশে মক্ষিকা, যেগুলো পেয়ালায় ডুবে মরছে। আল-আক্কাদ উক্ত চিত্রকে ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা-যন্ত্রণার প্রতিকার হিসেবে দেখতেন।[১৬]

প্রেমিক পুরুষ আল-আক্কাদ স্রেফ মানবী-প্রেমে আবদ্ধ ছিলেন, এমন নয়। তিনি একটি জন্তুকেও ভালোবেসে কবিতা লিখেছিলেন—সেটি তাঁর পোষা কুকুর বিজু। কুকুরের শোকে আল আক্কাদ শোক গাঁথা রচনা করেছেন—

যখনই আমি তাকে ভুলবশত ডাকতাম,
তখনই সে চোখের পলকে এসে যেত।
প্রফুল্লচিত্তে, রসিকতা করে, পরিচ্ছন্ন হয়ে,
এখন ঘর শূন্য হয়ে গেছে।
না আছে কোন প্রতিধ্বনি আর না আছে শ্রবণকারী[১৭]

প্রেম অনুশীলন করেই ক্ষান্ত হননি আল-আক্কাদ। এ বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত দর্শনও উপস্থাপন করেছেন। এ পর্যায়ে আমরা তাঁর কতিপয় প্রেম-দর্শন পেশ করছি।

প্রেম-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আল-আককাদ বলেন: 'প্রেম'-এর সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে 'প্রেম' শব্দটি ছাড়া আর কোন সহজতর শব্দ অভিধানে নেই। সে যাই হোক, আল-আক্কাদ প্রথমেই নেতিবাচক পদ্ধতিতে তাঁর প্রেম-দর্শন উপস্থাপন করেছেন।

ক. "যেখানে কামনা সেখানে প্রেম নেই।" কারণ, প্রবৃত্তির অনুগত ব্যক্তি ভালবাসতে জানেনা।

খ. "বন্ধুত্ব ও প্রেম সমার্থক নয়।" কেননা, বন্ধুত্ব সাধারণ সমলিঙ্গের মাঝে সংঘটিত হলেও প্রেম প্রতিষ্ঠিত হয় বিপরীত লিঙ্গের মাঝে।

গ. "নির্বাচন করে প্রেম হয়না।" কেননা, প্রকৃত প্রেমিক প্রেম করার পরই উপলব্ধি করতে পারে যে, সে প্রেমে পড়েছে। তখন আর যাচাই-বাছাই ও নির্বাচনের সুযোগ কোথায়।

ঘ. "করুণায় প্রেম নেই।" কেননা, প্রেমিক তাঁর প্রেমাষ্পদকে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, নৈকট্য অর্জনের নিমিত্ত কষ্ট দেয়।

ঙ. "প্রেমে কিছু অভ্যাস ও অনুশীলনের বিষয় আছে।" অভ্যাস, অনুশীলন ও পরিচিতি সংক্ষিপ্ত হলে বন্ধু ত্যাগ যত সহজ অন্যথায় তত কঠিন।

চ "প্রেমে ধোকাও আছে।" অনেক সময় একটি নারী প্রেমিকের চোখে পৃথিবীর সেরা সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়; আর অন্য চোখে এটি আবার অবহেলার জগদ্দল পাথর হিসেবে বিবেচিত হতে দেখা যায়।

ছ. "প্রেমে শত্রুতাও আছে।"

জ. "প্রেমে আমিত্ব প্রকট হয়।"

ঝ. "প্রেমে প্রবঞ্চনা, অহংকার ও অহমিকাও রয়েছে।"

ঞ. "প্রেমের ক্ষেত্রে ভাগ্যের বিষয়টিও উপেক্ষণীয় নয়।"

আল-আককাদ তাঁর প্রেম দর্শনের ইতি টেনেছেন এভাবে :

> মোদ্দাকথা হলো, প্রেম বিভিন্ন প্রকারের আবেগের সমষ্টি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে পিতৃত্বসুলভ সহানুভূতি, সুহৃদ ও প্রিয়জনের হৃদ্যতা, বিনিদ্রের সতর্কতা, শিষ্ট ও সহনশীল-এর ভ্রষ্টতা, সততা, কল্পনা, স্বার্থপরতা-আত্মম্ভরিতা, অগ্রাধিকার-পরার্থপরতা, অভিলাষ-অভিপ্রায়, বাধ্যবাধকতা, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা, নীচতা/লাঞ্ছনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, নিরাশা-হতাশা, সুখ/উপভোগ, শাস্তি-নির্যাতন, দায়মুক্তি, পাপ/অপরাধ ইত্যাদি।[১৮]

আব্বাস মাহমুদ আল্-আককাদের জীবনে প্রেম ছিল, রমণী ছিল কিন্তু স্ত্রী ছিলনা। অর্থাৎ দাম্পত্য জীবন যাপনের সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। একাধিক রমণীর সাথে প্রেম করলেও কাউকে ঘরনী করেননি বা করতে পারেননি। এ জন্যে অনেকেই তাঁকে নারী বিদ্বেষী হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর নারী বিষয়ক গ্রন্থাবলি[১৯] পর্যালোচনা করলে এ অভিযোগ টেকেনা। তাহলে তিনি বিয়ে করেননি কেন? হ্যাঁ এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে স্বয়ং আল-আককাদও হাজার প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন। প্রত্যুত্তরে তিনি যে জবাব দিয়েছিলেন তার সার-সংক্ষেপ হলো:

> যখন বিয়ে করতে চেয়েছিলাম তখন অসীলা পাইনি, আর যখন অসীলা পূর্ণ হয়েছে তখন ইচ্ছা ছিলনা এক কথায় অসীলা ও ইচ্ছা সমবেত হয়নি। এমনটি হলে ঠিকই বিয়ে করতাম।[২০]

এ ছাড়াও আল-আককাদ আশৈশব সাংবাদিকতা ও রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে সর্বদা জেল-জুলুম ও নিষেধাজ্ঞাজনিত হয়রানি এবং জীবিকার অন্বেষণে ব্যস্ত থাকা ছাড়াও শারীরিক অসুস্থতার দরুন বিয়ে থেকে বিরত ছিলেন বলে মনে করা হয়।[২১] এ প্রসঙ্গে আল-আককাদ বলেছিলেন:"আমি আমার সাথে রেখে কোন নারীকে কষ্ট দিতে চাইনা; আর কোন নারী আমাকে কষ্ট দিক তাও চাইনা।"[২২]

আল-আককাদের সাথী ও ভাব-শিষ্য তাহির আল-জবলাভি তাঁর অকৃতদার থাকা বিষয়ক এক প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে বলেন:

> তিনি বিয়েকে অপছন্দ করতেন না এবং অস্বীকারও করতেন না। এটি জীবনের রীতি এবং পরিবার গঠনের প্রাকৃতিক পন্থা। কিন্তু তিনি স্বীয় জীবনে কাউকে অংশীদার না করার ইচ্ছা পোষণ করতেন। নিজেই ভারী মনে করতেন বলে এই অংশীদারিত্ব তার জন্য কঠিনও ছিল।"[২৩]

আসলে আল-আককাদ বিয়ে করার জন্য মানসিকভাবে সর্বক্ষণই প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন অসুবিধা ও সমস্যার ঘূর্ণাবর্তে তাঁর বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি। একবার বিয়ে সংক্রান্ত বিষয়ে স্বীয় মায়ের আব্দার-ইচ্ছার ব্যাপারে মায়ের গুণমুগ্ধ আল-আককাদের ঝটপট উত্তর: "তোমার মতো গুণী একজন স্ত্রী যোগাড় করতে পারলে আমি এ মুহূর্তেই বিয়ে করব"।[২৪]

তথ্যনির্দেশ

১. আল-আককাদ : এর শব্দমূল 'আক্‌দ্' অর্থ, গিঁঠ দেওয়া, আল্‌-আক্‌কাদ অর্থ, বেশি বেশি গিঁঠ দেয় এমন ব্যক্তি। তাঁর বাবার দাদা ছিল 'দিম্‌য়াত' অঞ্চলের বাসিন্দা। তিনি রেশম শিল্পে নিয়োজিত ছিলেন। পরবর্তীকালে লোকে তাঁকে এ অভিধায় অভিহিত করতে থাকে। তা থেকে এটা তাঁদের নামের পাশে উপাধি হিসেবে স্থান লাভ করে। আব্বাস মাহমুদ আল-আক্‌কাদ, *আনা* (কায়রো: দার আল-ম'আরিফ, ১৯৮২), পৃ. ২৯

২. আল-আককাদ ছিলেন মূলত গদ্যলেখক। এতদসত্ত্বেও বিভিন্ন সময়ে তাঁর রচিত কাব্য-কর্মের বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে। ইউরোপীয় কাব্যকলা অনুসরণের মাধ্যমে তিনি আরবি কাব্যক্ষেত্রে আল-দীওয়ান মতবাদ-এর উদ্যোক্তা। খ্রি. ১৯১৬ সাল থেকে শুরু করে খ্রি.১৯৬৬ সাল পর্যন্ত আল-আককাদের মোট ১১টি কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। যেমন,

১. *য়াকযত আল্‌-সবাহ*, ১৯১৬ খ্রি.।

২. *ওয়াহজ আল-যহীরহ*, ১৯১৭ খ্রি।

৩. *আশাবাহ আল্‌-আসীল*, ১৯২১ খ্রি।

৪. *আশ্‌জান আল-লয়ল*, ১৯২৮ খ্রি.।

৫. *ওয়াহয় আল-আরব'ঈন*, কায়রো : মত্‌ব'আল-হিলাল, ১৯৩৩ খ্রি.।

৬. *হদ্‌ইয়হ আল-করওয়ান*, কায়রো : মতব'আল-হিলাল, ১৯৩৩ খ্রি.।

৭. *আবির সবীল*, কায়রো : মকতবহ আল-নহদহ আল-মিস্‌বিয়্যহ, ১৯৩৭ খ্রি.।

৮. *আ'য়াসীর মগরিব*, কায়রো : আল-মকতবহ আল্‌-তিজারিয়্যহ আল-কুবরা, ১৯৪২ খ্রি.।

৯. *ব'দ আল-আ'য়াসীর*, কায়রো : দার আল-ম'আরিফ, ১৯৫০ খ্রি.।

১০. *দীওয়ান মিন-দভাভীন*, কায়রো : মতব'আল-ইস্তিক্বামহ, ১৯৫৮ খ্রি.।

১১. *মা ব'দ আল-ব'দ*, কায়রো : দার আল-ম'আরিফ, ১৯৬৬ খ্রি.।

৩. আল-আককাদ *সারাহ* শীর্ষক একটিমাত্র উপন্যাস লিখেছেন। যা কায়রোস্থ মাতাবাআ হিজাযী থেকে ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

৪. আব্বাস মাহমুদ আল্-আককাদ-এর প্রাতিষ্ঠানিক সাংবাদিকতা জীবনের সূচনা হয় ১৯০৭ সালে মুহম্মদ ফরীদ ওয়াজ্দী (খ্রি: ১৮৭৮-১৯৫৪) সম্পাদিত 'আল্া-দস্তুর' (সংবিধান) নামক পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক হিসেবে। স্বাধীন মিশরে প্রকাশিত 'হিযব আল ওয়াক্দ' (ডেলিগেশন পার্টি)-এর মুখপত্র 'আল-বালাগ'-এর সম্পাদক হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও মিশরে প্রকাশিত অসংখ্য পত্র-পত্রিকায় রাজনৈতিক ভাষ্যকার হিসেবে আল্-আককাদ সাংবাদিকতায় ব্যস্ত ছিলেন।

৫. আল্-তাওক্কীর : আরবি শব্দ। অর্থ: সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন। আল্-আককাদ আরবি জীবনী সাহিত্য রচনার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে মানুষের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং মর্যাদা দানের বিষয়টিই মুখ্য বলে বর্ণনা করেছেন। কেননা, মানব মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করে এমন উপাদানসমূহ অষ্টাদশ শতাব্দী হতে ধীরে ধীরে বেড়েই চলছিল। ফলে অতীতের তুলনায় তখন শ্রদ্ধা নিবেদনের বিষয়টি জরুরি হয়ে পড়ে। এ জন্য আল্-আককাদ নবী, রসুল সুধী-সাহিত্যিক, রাজনীতিকসহ ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বিভিন্ন পেশায় প্রায় ৩৬ জনকে সমকালীন প্রজন্মের সম্মুখে শ্রদ্ধার পাত্র ও অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করে সমাজে ভারসাম্য ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালান।

৬. দ্র. ড. বদভী আহমদ তবানহ, *সওয়ানিহ ওয়া আরা ফী আল-আদব ওয়া আল-উদবা* (কায়রো : আল-শিরকহ আল-মিসরিয়্যহ আল-আলমিয়্যহ লি আল-নশ্রি, ১৯৯৭), পৃ. ৩৫-৬৩; ড. মুস্তফা আবদ আল-গনী, *আমালিকহ ওয়া আওয়াসিফ* (কায়রো : জিহাদ লি আল-নশরি ওয়া আল-তওযী, ১৯৯৮), পৃ. ৩০-৫২, ১৪২-৭৪; শওকী আলী হয়কল, *ম'আ আল-আককাদ ফী বয়তিহী* (আল-হিলাল, মাসিক সাংস্কৃতিক পত্রিকা, এপ্রিল, ১৯৯০), পৃ. ২০২-৭

৭. আল-আককাদ, *আশ্জান আল-লয়ল* (দীভান), উদ্ধৃত, ড. নি'মাত আহমদ ফুয়াদ, *আল-জমাল ওয়া আল-হুর্রিয়হ ওয়া আল-শখসিয়্যহ আল ইনসানিয়্যহ ফী-আদব আল-আককাদ* (কায়রো, দার আল-মআরিফ, ১৯৮৩), পৃ. ১২১

৮. আল-আককাদ প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে কুড়ি বছরের এক যুবতীর প্রেমে একতরফা মহড়া দিয়েছিলেন। সমালোচকরা এজন্য এটিকে অর্ধপ্রেম বলে আখ্যা দিয়েছেন। আল-'ইউযী-আল-ওয়াকীল, *আল-আককাদ ওয়া আল-তাজদীদ ফী আল-শি'র* (কায়রো, মতবআত আল-মরিফহ, ১৯৭১), পৃ. ৮৮

৯. আল-ইউযী-আল-ওয়াকীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০

১০. তাহির আল-জব্লাভি, *ফী-সুহবত আল-আককাদ*, (কায়রো, আল-মতব'আত আল-নমূযজিয়্যহ, তা. নে.), পৃ. ১৩৮, উদ্ধৃত; আল-'ইউযী-আল-ওয়াকীল, প্রাগুক্ত।

১১. আল-আনিসহ মাই যিয়াদহ (খ্রি. ১৮৮৬-১৯৪১) : লেবাননে জন্মগ্রহণকারী এ মহিলা সাহিত্যিক বসবাস করেছেন মিশরে। আরব-পাশ্চাত্য সভ্যতার সংমিশ্রণ পরিদৃষ্ট হতো তাঁর মাঝে। সাহিত্য-রেনেসাঁয় তাঁর অবদান ছিল অনবদ্য। তাঁর বাসগৃহে সাপ্তাহিক সাহিত্য-বাসর জমত। লুইস মা'লুফ, *আল্-মুনজিদ ফী আল-লুঘতি ও ওয়াল আ'লাম* (বৈরুত, দার আল-মাশরিক, ১৯৭৩), পৃ. ২৮১

১২. ফত্‌হি রিদওয়ান, *আসরুন ওয়া রিজালুন* (কায়রো, মকতবত আল ইঞ্জলু আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৬৭), পৃ. ২১০; তাহির আল-জবলাভি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩

১৩. ফত্‌হি রিদওয়ান, প্রাগুক্ত।

১৪. দ্র. তাহির আল-জবলাভি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১-২১২; আল-'ইউযী-আল-ওয়াকীল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮৮। আল-আককাদ কবিতায় প্রেমিকা মাইকে 'হসন' ও 'হিন্দ' ছদ্মনামেও উপস্থাপন করেছেন।

১৫. আল-ইউযী আল-ওয়াকীল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

১৬. ফতহি রিদওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

১৭. প্রাগুক্ত।

১৮. দ্র. আল-আককাদ, *আনা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০-১৫৩

১৯. আল-আককাদ নারী বিষয়ক অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন,

আল-ইনসান আল্-সানী (দ্বিতীয় মানব), ১৯১২ খ্রি.; *সারাহ*, ১৯৩৮ খ্রি.; *আল-সিদ্দিকহ বিনত আল্-সিদ্দিক*, ১৯৪৩ খ্রি.; *হাযিহি আল-শজরহ* (এটিই বৃক্ষ), ১৯৪৫ খ্রি.; *ফাতিমহ আল-যহরহ*, ১৯৫৩ খ্রি.; *আল-মরআহ ফী আল-কুরআন আল-করীম* (আল-কুরআনে নারী) ১৯৫৯ খ্রি.। দ্র. আল-'ইউযী- আল-ওয়াকীল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

২০. দ্র. আল-ইউযী-আল-ওয়াকীল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

২১. প্রাগুক্ত।

২২. তাহির আল-জবলাভি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১

২৩. প্রাগুক্ত।

২৪. আল-আককাদ, *আনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭